বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

উপজেলা পরিষদ

কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

বার্ষিক পরিকল্পনার বিষয়বস্তু

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি	৩-৫
২	উপজেলার মানচিত্র	০৬
৩	জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত	৭-৮
৪	বাজেট সার-সংক্ষেপ	০৯
৫	উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার সংক্ষেপ	১০
৬	পরিস্থিতি বিশ্লেষণ	১১-১৪
৭	এসডব্লিউওটি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)	১৫
৮	বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ন)	১৬-১৮
৯	রূপকল্প বিবরণী	১৯
১০	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষমাত্রা, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট	২০-২১
১১	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	২২
১২	বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	২৩
১৩	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় কাঠামো ও পর্যালোচনা চক্র	২৪

ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অন্যতম স্তর। ১৯৮৪ সালে উপজেলা পরিষদ গঠিত হওয়ার পর স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকাররের এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে উপজেলা পরিষদ রহিতকরণ করার পর ২০০৯ সালে পুনরায় উপজেলা ব্যবস্থা চালু হলেও যেহেতু দীর্ঘদিন উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা বন্ধ ছিল তাই ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পর অনেকটা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়হীনতা, কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতুল বরাদ্দ, উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতার অভাব, পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ আইনের দূর্বলতা আর কেন্দ্রীয় সরকারের সুদৃষ্টির অভাবে উপজেলা পরিষদ এখনও কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ও এ বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। তবে আশার কথা উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট এর সহায়তায় কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কাঠামোগত শক্তিশালীকরণ এবং এর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধমে একটি গণতান্ত্রিক ও কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের সেবা সাধারণ জনগোষ্ঠীর দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। এরই প্রায়াস হিসেবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং পরিষদকে কার্যকর ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে অন্যতম ধাপ। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৪২ ধারা অনুযায়ী পরিষদ তার এখতিয়ারভূক্ত বিষয়ে তহবিলের সাথে সংগতি রেখে পাঁচশালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং তা বাস্তবায়নের বিধান রয়েছে। স্থানীয় সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং খাতভিত্তিক পরিকল্পনাকে সামাঞ্জস্য করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প (ভিশন)-২০৪১ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সক্রিয় বিবেচনা করে কেরাণীগঞ্জ উপজেলার আগামী ০৫(পাঁচ) বছরের কর্মপরিরকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলায় সকল তথ্য সম্বলিত এ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩) বই প্রণয়ন করেছে যা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ সহায়তা করেছেন।

কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিচিতিঃ

কেরানীগঞ্জ ২৩.৬৮৩৩° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৯০.৩১২৫° পূর্বদ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত । ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদীর উপকণ্ঠে কেরানীগঞ্জ অবস্থিত । ১৬৬.৮৭ বর্গকিলোমিটার এলকা নিয়ে গঠিত কেরানিগঞ্জ উপজেলার উত্তরে মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ, কামরাঙ্গিরচর, লালবাগ, কতোয়ালি ও সূত্রাপুর থানা এবং সাভার উপজেলা , পূর্বে শ্যামপুর থানা এবং নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা , দক্ষিণে সিরাজদিখান উপজেলা এবং পশ্চিমে নবাবগঞ্জ ও সিঙ্গাইর উপজেলা অবস্থিত । প্রধান নদী বুড়িগঙ্গা এবং ধলেশ্বরী । তিনটি আধুনিক সেতু (বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু যা বুড়িগঙ্গা সেতু -১ নামে ও পরিচিত ও বুড়িগঙ্গা সেতু -২ এবং মোহাম্মদপুর দিয়ে বুড়িগঙ্গা সেতু-৩) দ্বারা রাজধানী ঢাকাহতর সাথে কেরানীগঞ্জ সংযুক্ত।

যোগাযোগঃ

রাজধানী ঢাকা মোহাম্মদপুর , হাজারীবাগ ও লালবাগ থানা , পূর্বে নারায়গঞ্জ সদর ও লৌহজং উপজেলার অংশ বিশেষ , দক্ষিণে সিরাজদিখান,উপজেলা এবং পশ্চিমে নবাবগঞ্জএবং সিংগাইর উপজেলা যা উত্তর ও পূর্ব সীমানা বুড়িগঙ্গা, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ধলেশ্বরী (মোগল আমলে এই নদীর নাম ছিল ঢল সওয়ার)।

প্রত্যাশাঃ

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক সমন্বিত টেকসই উন্নয়নকল্পে, কেরাণীগঞ্জ উপজেলার জনগণের প্রয়োজনীয় বাস্তব ভিত্তিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি উন্নয়নকামী শক্তিশালী উপজেলা প্রতিষ্ঠা করা।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশের ২০.৫ % মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত। উপজেলা পরিষদে জনসাধারণের অবস্থা ও সারাদেশের জনসাধারণের অবস্থা খাত ভিন্নতর হয়। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন।

খ) আপামর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চত করনের লক্ষ্যে জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে।

গ) পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শষ্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশলঃ

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার আলোকে কতগুলো ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২ নং অনুচ্ছেদে জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। সে লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২২-২৩ হতে ২০২৬-২৭) প্রণয়ন করেছে এবং উক্ত পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা সংগ্রহ করা হয়। এরপর উপজেলা অর্থ ও বাজেট কমিটি প্রকল্প বাছাই কমিটি ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি এর সহযোগিতায় উল্লেখিত পরিকল্পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করেন। অতঃপর উক্ত খসড়া বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বইটি পরিষদের বিশেষ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হয়। অতঃপর উক্ত পরিকল্পনা বইয়ের গঠন কাঠামো ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর জাতীয় প্রকল্প পরিচালকসহ জাইকার প্রতিনিধিদের সম্মুখে এটি উপস্থাপন করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বইটি তৈরী করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নে উল্লেখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

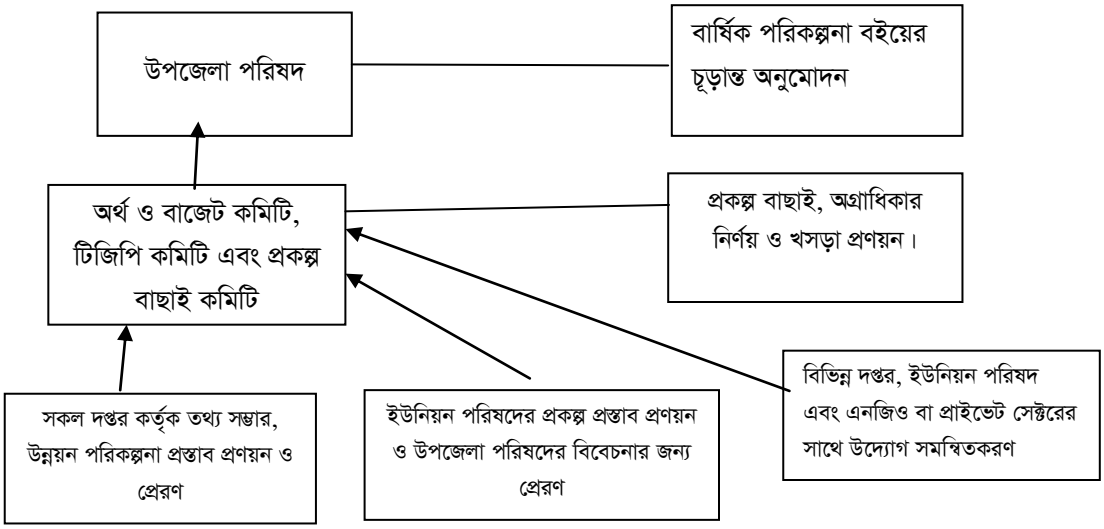

ক) বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটিকে পুনঃগঠন করা হয়েছে।

খ) পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটিতে সম্পদের উৎস্য এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটির পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরী করে পরিষদে খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করতে সহায়তা করেছে এবং বাজেট তৈরীতে সহায়তা করেছে।

গ) উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারি জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে।

ঘ) পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে উপজেলা পরিষদে সদস্য, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আহ্বান করা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনে সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশলঃ

ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার ৩৬% অর্জন।
খ) সরকারি অন্যান্য বিভাগের সাথে সম্পুরক/পরিপুরক প্রকল্প গ্রহণ।
গ) উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্পদের ও প্রকল্পের সমন্বয় সাধন।

সীমাবদ্ধতাঃ

কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বই হিসেবে এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা অনেক কষ্টকর ছিলো। উপজেলা পর্যায়ে বইটি তৈরী করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে যথেষ্ট জনসচেতনতার অভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি সীমাবদ্ধতা প্রতীয়মান হয়।
২. পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশের মতো একটি সুক্ষ্ম কাজের জন্য দক্ষ জনবল ও প্রশিক্ষণের অভাব কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুভূত হয়েছে।
৩. উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক পরিকল্পনার খাত, লক্ষ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ করতে বেগ পেতে হয়েছে।
৪. উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশ করা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়।
৫. চাহিদার তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে প্রকল্প বাছাইকরণে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।
৬. সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে বিভিন্ন বিকল্প চিন্তা করতে হয়েছে।
৭. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রেরণা প্রদানের অপ্রতুলতাও রয়েছে।

উপজেলার মানচিত্র

৯০°১৪′
৯০°১৮′
৯০°২২′
৯০°২৬′ পূঃ
২৩° ৪৬′
২৩° ৪৪′
২৩° ৪২′ উঃ
২৩° ৪০′
২৩° ৩৮′
৯০°১৬′
৯০°২০′
৯০°২৪′
৯০°২৮′
সাভার
ধলেশ্বরী নদী
বুড়িগঙ্গা নদী
হযরতপুর
মোহাম্মদপুর
তারানগর
হাজারিবাগ
কামরাঙ্গীর চর
সিঙ্গাইর
লালবাগ
কোতোয়ালী
কলাতিয়া
সাকতা
জিনজিরা
সুত্রাপুর
নবাবগঞ্জ
কালিন্দি
শ্যামপুর
শুভাড্যা
কেরানীগঞ্জ
বস্তা
রুহিতপুর
তেঘরিয়া
কোণ্ডা
কেরানীগঞ্জ উপজেলা
১ ০ ১ ২ কিমি
সিরাজদিখাঁন
নারায়ণগঞ্জ সদর

জনসংখ্যাতাত্বিক ও আর্থ-সামাজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

কেরাণীগঞ্জ উপজেলা ১২ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত যার আয়তন ১৬৬.৮৭ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা ১০০৯৮১৭। উপজেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অবকাঠামো (যেমনঃ হাট বাজার, হাসপাতাল, উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বিদ্যালয়) এর উপস্থিতি বিভিন্ন সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বিষয়	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিমাণ/ সংখ্যা	উৎস/বছর
জেলা সদর থেকে দূরত্ব	০৩ কিঃমিঃ	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
আয়তন	১৬৬.২৩ বর্গ কিঃ মিঃ	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
জনসংখ্যা	১০০৯৮১৭ জন	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.২২ %	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
শিক্ষার হার	৫৮.৩%	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
খানা/ পরিবার	২৬৫৭৪১	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
জনসংখ্যার ঘনত্ব	২১৫৬	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
গ্রাম/মহল্লা সংখ্যা	৪২৭	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
মৌজার সংখ্যা	১২৫	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
ইউনিয়ন সংখ্যা	১২	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
হাট-বাজার	১৬	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ইউএনও অফিস
নদ-নদীর সংখ্যা	০৩	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস
প্রজনন কেন্দ্র	০১	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
হাসপাতাল	০৪	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস
স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৩	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১০	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস
তহশিল অফিস	৪	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা ভূমি অফিস
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	৩	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ইউএনও অফিস
ডাকঘর	২২	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা শিক্ষা অফিস

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬২	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ	১২	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
মাদরাসা	১৫৬	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
মসজিদ	৫৫৫	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ইসলামি ফাউন্ডেশন
মন্দির	১৫১	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
গির্জা	-	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
যোগাযোগঃ পাকা রাস্তা..... কি.মি. কাঁচা রাস্তা..... কি.মি. ব্রীজ/ কালভার্ট..... টি	 ৪৫৮.৩ কি.মি. ৫৪৬.৪৬কিঃমিঃ ১৯৯ টি	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা প্রকৌশল অফিস এলজিইডি
ধর্মঃ ১। ইসলাম .....% ২। হিন্দু .....% ৩। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য..... %	ধর্মঃ ১। ইসলাম ৯৩.৩৫% ২। হিন্দু ৬.২৫% ৩। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ০.৪%	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার (%) (এসডিজি- ১)	১.২%	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
কম ওজনের শিশুর হার (%) (এসডিজি- ২)	৭%	২০২৩ সাল পর্যন্ত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (এসডিজি-৩)	১%	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
শিক্ষার হার: প্রাথমিক সমাপ্ত (১৮ বছর বা অধিক বয়সী) (%)(এসডিজি ৪)	৭ বছর ও তদুর্ধ্ব এর শিক্ষার হার ৭৩.২৮%	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস
উপজেলা ও ইউনিয়ন নারী সদস্য সংখ্যা (%) (এসডিজি ৫)	২৩%	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৬)	২৬.৬৪%	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস
নলকূপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৬)	৭২.৬৭%	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস
বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৭)	৯৯.৭৫%	২০২৩ সাল পর্যন্ত/ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, পল্লী বিদ্যুৎ অফিস

বাজেট সার-সংক্ষেপ

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত এডিপির (সরকার থেকে প্রাপ্ত) বরাদ্দ গত অর্থবছরের (২০২২-২০২৩) এর কম রাখা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপির প্রাক্কলিত বরাদ্দ ৮৫ লক্ষ টাকা। গত অর্থবছরে (২০২২-২৩) এডিপির বরাদ্দ ছিল ৫৫ লক্ষ টাকা এবং মোট উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল ১৮ কোটি টাকা যার মধ্যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত ছিল ৮ কোটি টাকা এবং ইউজিডিপি ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। এই অর্থবছরে (২০২৩-২০২৪) মোট উন্নয়ন প্রাক্কলিত বরাদ্দ (এডিপি, বিশেষ বরাদ্দ, রাজস্ব উদ্বৃত্ত এবং ইউজিডিপি) ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা।

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০২২-২০২৩)	চলতি বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৪-২০২৫)
অংশ-১	**রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি**			
	রাজস্ব	**১৬৮২৬৩২৫.০০**	**১৮৭৪৮০২৫.০০**	**২০১৫০০০০.০০**
	অনুদান	০০.০০	০০.০০	০০.০০
	মোট প্রাপ্তি	**১৬৮২৬৩২৫.০০**	**১৮৭৪৮০২৫.০০**	**২০১৫০০০০.০০**
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	১৪৭৪০০৭৩.০০	১৭৮৪৬০০০.০০	১৯৯২৭০০০.০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত **(ক)**	**২০৮৬২৫২.০০**	**৯০২০২৫.০০**	**২২৩০০০.০০**
অংশ-২	**উন্নয়ন হিসাব ঃ**			
	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) উন্নয়ন অনুদান	৫৫০০০০০.০০	৮৫০০০০০.০০	৯৫০০০০০.০০
	ভূমি হস্তান্তরিত রেজিষ্টেশন ফিসের ১%	৭০৯৫২৯২২.০০	৯৫০০০০০০.০০	১০০০০০০০০.০০
	উপজেলা পরিচালন ও উন্নয় প্রকল্প	৫০০০০০০.০০	৫০০০০০০.০০	৬০০০০০০.০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৮০০০০০০.০০	১০০০০০০০.০০	১২০০০০০০.০০
	মোট (খ)	১৮৫০০০০০.০০	১৮৩০৯০০০.০০	১৯৮৮৯০০০.০০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ **(ক+খ)**	**৮৯৪৫২৯২২.০০**	**১৩৬৮০৯০০০.০০**	**১৪৭৩৮৯০০০.০০**
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	৮৭৬৪০২৭৫.৯	১১৮৮৬২৫০০.০০	১২৯৩৬২৫০০.০০
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	১৮১২৬৪৭.০০	১৭৯৪৬৫০০.০০	১৮০২৬৫০০.০০
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	৬৪১৩৬১৫.০০	১২০০০০০০.০০	১৪০০০০০০.০০
	সমাপ্তি জের	**৮২২৬২৬২.০০**	**২৯৯৪৬৫০০.০০**	**৩২০২৬৫০০.০০**

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপ

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সম্পদ বিবরনীর সার সংক্ষেপ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য উন্নয়ন তহবিলের সর্বমোট সম্ভাব্য আয় হবে ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা যেখানে রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে আয় হবে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, এডিপি (সরকারি অনুদান) থেকে প্রাপ্ত আয় হবে ৮৫ লক্ষ টাকা, এবং ইউজিডিপি থেকে সম্ভাব্য ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। এ দুটি উৎসের বরাদ্দের উপর উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রন আছে। উপজেলা পরিষদ উক্ত পরিমাণ বরাদ্দের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা গ্রহণ করেছে।

ক্রমিক	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) (অর্থবছর ২০২৩-২৪)
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৮৫.০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি (ইউজিডিপি)	৫০.০০
৩	স্থানীয় ভাবে আহোরিত সম্পদ (পূর্ববর্তী বছরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	০০.০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ উপজেলা পরিষদের উপর হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের বাজেট	১৮.৫০
৫	ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি (এলজিএসপি ৩)	৪.৫০

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪) প্রণয়ন ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল ও পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট নির্ধারণ করার পূর্বে উপজেলা পরিষদ দপ্তর প্রধানদের মাধ্যমে উপজেলার বিদ্যমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যে, এই বছরও বিভিন্ন খাতের অনেক সমস্যা বিদ্যামান রয়েছে। সে সমস্যাগুলো নিরসনে কি কি কার্যক্রম চলমান আছে ও কি কি পরিকল্পনা বা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং একই সাথে আর কি ধরনের উদ্যোগ বা পরিকল্পনা নেওয়া যায় তার সুপারিশ করা হয়েছে। কিভাবে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মানের উপর ইতিবাচক পরিবর্তন এনে জনগণের জীবন অধিকতর সহজ ও স্বাস্থ্যকর করা সম্ভব তার একটি চিত্র দেখানো হয়েছে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোর সমস্যা সবচেয়ে বেশী এবং স্থানীয় জনগণের সবচেয়ে বেশী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকার কারণে। এর পরে বেশী সমস্যা ও স্থানীয় জনগণের চাহিদা সবচেয়ে বেশী যথাক্রমে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সম্পন্ন হওয়ার পর উপজেলা পরিষদ মাসিক সভায় সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। উপজেলা পরিষদের সকল অংশীজন (উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগন, সকল কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগন) এর সম্মিলিত আলোচনায় উল্লিখিত সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য একটি সামগ্রিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। উক্ত সভায় স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে ও চাহিদা ভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সকল খাত থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪টি খাতকে নির্ধারণ করেছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে। যেসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিপার্টমেন্ট/ দপ্তর এর সমস্যার সমাধান করা যায় তা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের সময় গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (২০২২-২০২৩ অর্থবছর) এর লক্ষ্য হিসেবে যোগাযোগ ও ভৌত, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং মানবসম্পদ উন্নয়নখাতগুলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে অনেক গুলো দপ্তর সরাসরি উপকৃত হবে।

খাত	সমস্যা / উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা				সাম্প্রতিক, চলমান এবং / অথবা পরিকল্পিত কার্যাবলি	১ বছর পরে বিদ্যমান সমস্যা	সুপারিশযোগ্য পদক্ষেপ / পাল্টা ব্যবস্থা
	সমস্যা	*অবস্থান/ এলাকা*	*পরিমাণ/বিস্তৃতি*	*কারণ*			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	স্থানীয় বাসিন্দারা স্কুল, কলেজ, উপজেলা, ইউনিয়ন কমপ্লেক্স এবং গ্রামীণ বাজারে যেতে পারে না	উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন	১. কেরানীগঞ্জ উপজেলায় মোট ১০০৪.৭৩ কিঃমিঃ সড়কের মধ্যে ৫৪৬.৪৩ কিঃমিঃ সড়ক সম্পূর্ণ কাঁচা। ২. ৭৯ টি ব্রিজ নির্মাণ ৩. ১২০ টি কালভার্ট নির্মাণ ৫. ০৬ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ ৬. ৩০০০ মিটার রাস্তা পাইলিং /গাইড ওয়াল নির্মাণ ৭. ০৪ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ	পর্যাপ্ত রাস্তা, ব্রিজ, লোহার পুল, ঘাট/ঘাটলা, গাইড ওয়াল, এবং কালভার্ট এর অভাব	এলজিইডি এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বছরে (২০২২-২৩) ১. ১২ টি ইউনিয়নের ১০ কিমি রাস্তা নির্মাণ ও ১৫ কিমি রাস্তা সংস্কার, ২. ১১ টি ব্রিজ নির্মাণ ৩. ১ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ, ৬. ১০০০ মিটার রাস্তা পাইলিং/গাইড ওয়াল নির্মাণ	১. ৬৫০ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার। ২. ৩০ টি ব্রিজ নির্মাণ ও সংস্কার। ৩. ২০ কালভার্ট নির্মাণ। ৪. ৫ ট ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ । ৫. ১০০০ মিটার গাইড ওয়াল নির্মাণ । ৬. ৭ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ ।	উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে ১. ১৮ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ এবং মেরামত করবে। ২. ৪ টি ব্রিজ সংস্কার করবে। ৩. ১০ টি কালভার্ট নির্মাণ করবে। ৪. ৩ টি ঘাট/ঘাটলা নির্মাণ করবে। ৫. ১০০০ মিটার গাইড ওয়াল নির্মাণ করবে। ৭. ৫ টি যাত্রী ছাওনী নির্মাণ করবে।
স্বাস্থ্য	জনগণ সঠিকভাবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কমিউনিটি ক্লিনিক চিকিৎসা পায় পাচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ০১ টি ২। ০৩ টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ৩। ৩টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার ৪। ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক বিদ্যমান।	০১। স্বাস্থ্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের অভাব।	-	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ০১ টি ২। ০৩ টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ৩। ৩টি ইউনিয়ন সাব সেন্টার ৪। ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক বিদ্যমান।	উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে ১। ৬ টি সিসি এবং ১ টি ইউএসসি সংস্কার। ২। ০৫ টি সিসি এবং ০৫ টি ইউএসসিতে আসবাবপত্র সরবরাহ। ৩। ১টি এনালাইজার মেশিন, ১টি ইসিজি মেশিন, ১টি ডেন্টাল এক্সরে মেশিন (ইউএইচসি) সরবরাহের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। ৪। স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
জনস্বাস্থ্য	জনগণ বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে না।	১২ টি ইউনিয়ন	৫০০০ টি গভীর নলকূপ প্রয়োজন।	পর্যাপ্ত গভীর নলকূপের অভাব।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, ডিপিএইচই এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বছরে (২০২২-২৩) ৬১২ গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ চলমান আছে।	৪৫০০ টি গভীর নলকূপ	-
জনস্বাস্থ্য	স্থানীয় জনগণ স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই টয়লেট ব্যবহার করতে পারেনা।	১২ টি ইউনিয়ন	৩০০ টি টয়লেট এবং ৮০ টি ওয়াশব্লক নির্মাণ	পর্যাপ্ত ওয়াশব্লক এবং স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই টয়লেটের অভাব।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, ডিপিএইচই এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বছরে (২০২২-২৩) ৩০০ টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং ২০ টি ওয়াশব্লক নির্মাণ কাজ চলমান আছে।	২০ টি ওয়াশব্লক	উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে ১৫ টি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট এবং ৪ টি ওয়াশব্লক নির্মাণ করবে।
প্রাথমিক শিক্ষা	বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	১২৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২। মানসম্মত পাঠদানের অভাব। ৩। ১৫ টি বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ / দূর্বল অবকাঠামো। ৪। ২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব। ৫। ১১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র মেরামতের প্রয়োজন। ৬। শিক্ষকদের আইসিটির উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ৭। ১০০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব।	১। পিইডিপি - ৪ থেকে চলতি বছরে (২০২১-২২) ৫ টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ২। পিইডিপি - ৪ থেকে চলতি বছরে ২৫ টি বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র মেরামতের কাজ চলমান আছে।	১। শিক্ষক সংকট। ২। মানসম্মত পাঠদানের অভাব। ৩। ১০ টি বিদ্যালয়ের দূর্বল অবকাঠামো। ৪। ২৫ টি স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাব। ৫। ৮৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র মেরামতের প্রয়োজন। ৬। শিক্ষকদের আইসিটির উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ৭। ১০০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব।	উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১। ২৫ টি স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ করবে। ২। ২ টি বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে। ৩। ১০০ শিক্ষককে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ৪। শিক্ষক নিয়োগের জন্য উপজেলা পরিষদ মন্ত্রণালয়কে চিঠির মাধ্যমে সুপারিশ করবে। ৫। ২০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে ।

মাধ্যমিক শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	৬২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।	১। ১৫ টি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা সমূহে শিক্ষা উপকরণ এবং বেঞ্চ ও টেবিলসহ বিভিন্ন আসবাবপত্রের স্বল্পতা। ২। ০৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের দূর্বল অবকাঠামো। ৩। মানসম্মত পাঠদানের অভাব। ৪। ৩৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নাই। ৫। ৫০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব। ৬। শিক্ষকদের আইসিটির উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর চলতি বছরে (২০২২-২৩) ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে এবং শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ চলমান আছে।	১। ৩৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র এবং ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবকাঠামোগত সমস্যা। ২। মানসম্মত পাঠদান অভাব। ৩। ৩৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নাই। ৪। ৭০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রীর অভাব। ৫। শিক্ষকদের আইসিটির উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	১। উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরের মধ্যে ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করবে এবং ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ করবে। ২। শিক্ষকদেরকে আইসিটির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ৩। ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করবে। ৪। ২০ টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করবে ।
মৎস্য	মৎস্য উৎপাদন যথাযথভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছেনা।	১২ টি ইউনিয়ন	১১৫৩ জন মৎস্যজীবি ৪৫০ জন মৎস্যচাষী	১। মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে। ২। মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের অভাব। ৩। জনবল ও লজিস্টিক সংকট।	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহূর্তে চলমান নেই।	১১৫৩ জন মৎস্যজীবি ৪৫০ জন মৎস্যচাষী	১। উপজেলা পরিষদ মৎস্য সম্প্রসারণ ও মৎস্য সংরক্ষণ কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য এডিপির ৫% টাকা বরাদ্দ প্রদান করবে। ২। মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
কৃষি	উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে না।	১২ টি ইউনিয়ন	২৫০০০ হাজার কৃষকের মধ্যে ৬৪% প্রকৃত কৃষক।	১। কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি এর অপ্রতুলতা। ২। পর্যাপ্ত খাল ড্রেজিং এর অভাব। ৩। কাঁচা সেচ নালা। ৪। পর্যাপ্ত আধুনিক কৃষি উপকরণের অভাব। ৫। কৃষকদের কৃষি বিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এর অভাব। ৬। পর্যাপ্ত ড্রেন এর অভাব।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করার কাজ চলমান আছে। চলতি বছরে (২০২২-২৩) মধ্যে ৩৬% (আধুনিক যন্ত্রপাতিও উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহার না করা কৃষকের হার) থেকে ৩০% কমিয়ে আনা।	১। ৩০% কৃষক । ২। পর্যাপ্ত খাল ড্রেজিং এর অভাব। ৩। পর্যাপ্ত আধুনিক কৃষি উপকরণের অভাব । ৪। কাঁচা সেচ নালা। ৫। দূর্বল স্লুইজ গেট ও বেড়িবাঁধ ব্যবস্থা। ৬। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এর অভাব ৭। পর্যাপ্ত ড্রেন এর অভাব	১। উপজেলা পরিষদ ৪ % কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত কৃষি উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। ২। ড্রেন নির্মাণ করবে। ৩। কৃষকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে ৪। খাল ড্রেজিং এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবে।
পরিবার পরিকল্পনা	স্থানীয় জনগন যথাযথভাবে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা পাচ্ছে না	১২টি এলাকা	১। ২ টি ইউনিয়ন (বাস্তা ও হযরতপুর)স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দূর্বল ও জরাজীর্ণ অবকাঠামো। ২। ২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সংকট। ৩।প্রশিক্ষণের অভাব।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দূর্বল ও জরাজীর্ণ অবকাঠামো। ২।আসবাবপত্র সংকট। ৩। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মেরামত ও সংস্কার কাজ(২০২১-২২ অর্থ বছর)চলমান আছে।	১। ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দূর্বল ও জরাজীর্ণ অবকাঠামো। ২। ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র অভাব। ৩। প্রশিক্ষণের অভাব।	১। উপজেলা পরিষদ ৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মেরামত ও ৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের আসবাবপত্র সরবারহ করতে পারে। ২।পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।
সমাজসেবা	সুবিধাভোগীদের যথাযথভাবে সেবা দেওয়া হচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	৪জন মাঠ কর্মী আছে কিন্তু যথেষ্ট দক্ষ না।	দক্ষ জনবলের অভাব/পর্যাপ্ত জনবলের প্রয়োজন।	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহূর্তে চলমান নেই।	৪ জন মাঠ কর্মী আছে কিন্তু যথেষ্ট দক্ষ না।	কর্মরত মাঠকর্মী এবং অফিস কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
পল্লী উন্নয়ন	পল্লী উন্নয়ন অফিস থেকে স্থানীয় জনগনকে সঠিকভাবে সেবা গ্রহণ করতে পাচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	১। ২ জন নতুন মাঠ কর্মীর প্রয়োজন। ২। মাঠ কর্মীরা যথেষ্ট দক্ষ না।	১। পল্লী উন্নয়ন অফিসে জনবল সংকট। ২। মাঠ কর্মীদের পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাব।	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহূর্তে চলমান নেই।	১। ২ জন নতুন মাঠ কর্মীর প্রয়োজন। ২। মাঠ কর্মীরা যথেষ্ট দক্ষ না।	১। নতুন মাঠ কর্মী নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি প্রেরণ। ২। উপজেলা পরিষদ পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে।

প্রাণিসম্পদ	খামারিরা তাদের গবাদি পশু-পাখিদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও টিকা প্রদান সেবা পাচ্ছে না।	১২ টি ইউনিয়ন	১। ২৫২০ জন খামারি। ২। খামার তৈরীর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা।	১। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে অপ্রর্যাপ্ত যানবাহন। ২। খামারিদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ৩। খামার তৈরীর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণার অভাব।	১। প্রানি সম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে খামারিদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২। ইউটুসি প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গবাদি পশুর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।	১। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে অপ্রর্যাপ্ত যানবাহন। ২। খামারিদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ৩। খামার তৈরীর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণার অভাব।	১। উপজেলা পরিষদ প্রাণিসম্পদ অফিসকে পর্যাপ্ত ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর প্রদান করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে সুপারিশ করবে। ২। উপজেলা পরিষদ প্রাণিসম্পদ এর বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ৩। খামার তৈরীর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা করবে।
সমবায়	স্থানীয় সমবায় সমিতির সদস্যরা সঠিকভাবে সেবা পাচ্ছেনা।	১২ টি ইউনিয়ন	উপজেলার ২৮০ সমবায় সমিতির ৪৫৪৮২ হাজার সমবায়ী	১। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এর কার্যালয়ে জনবল সংকট । ২। সমবায়ীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব।	সমস্যা সমাধানের কোন কার্যক্রম এই মুহুর্তে চলমান নেই।	উপজেলার ২৮০ সমবায় সমিতির ৪৫৪৮২ হাজার সমবায়ী	১। উপজেলা পরিষদ এডিপির মাধ্যমে সমবায়ীদের জন্য ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
যুব উন্নয়ন	বরিশাল সদর উপজেলার যুবকরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর প্রশিক্ষণ করার আগ্রহ কমে যাচ্ছে।	১২ টি ইউনিয়ন	শত শত প্রশিক্ষণার্থী যুবক	১। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব। ২। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ ভাতা না থাকার কারণে।	২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে থেকে প্রশিক্ষণগুলোতে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।	১ বছর পর সমস্যা কিছুটা সমাধান হবে।	উপজেলা পরিষদ আগামী ১ বছরে ৫০ জন স্থানীয় যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনের সদস্যরা নিজেদেরও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছেনা	১২ টি ইউনিয়ন	১৫০০ নারী সদস্য	১। পর্যাপ্ত আত্মকর্মসংস্থান মূলক প্রশিক্ষণের অভাব। ২। সেলাই মেশিন স্বল্পতা। ৩	ভিডব্লিউবি কর্মসূচীর আওতায় ১২টি ইউনিয়নে ১৪৮ জন উপকারভোগীর মধ্যে গরু পালন, ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, বাড়ী আশ পাশে সবজি চাষ ইত্যাদি আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ চলমান ২। আইজিএ প্রকল্পের আওতায় ৩০০ জন দুঃস্থ মহিলা ও কিশোরীকে ফ্যাশন ডিজাইন ও বিউটিফিকেশন ট্রেড ও প্রশিক্ষণ চলমান। ৩। কেভিসি প্রকল্পের আওতায় কিশোর কিশোরী ক্লাব ১১টি ইউনিয়নে ১২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্লাবে ৩৬০ জন কিশোর কিশোরীকে সংগীত আবৃতি ও ক্যারাতে প্রশিক্ষণ চলমান।	১৫০০ জন নারী সদস্য	১। উপজেলা পরিষদ আগামী ১ বছরে ১০০ জন নারী সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের (আত্মকর্মসংস্থান) উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ২। গরীব ও দুস্ত মহিলাদের (দর্জির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করবে।

এসডব্লিউওটি বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় উপজেলা পরিষদের সম্ভাব্য সক্ষমতা, দূর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুকির দিকগুলো চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ **(SWOT Analysis)** করে। সম্ভাব্য সক্ষমতা, দূর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুকির দিকগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উপজেলা পরিষদের যেমন অনেক সক্ষমতা আছে যার মধ্যে দক্ষ জনবল ও চমৎকার টিমওয়ার্ক, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের চমৎকার সমন্বয় ও কার্যকর টিজিপি ও ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটি অন্যতম এবং কিছু দূর্বল দিক আছে যেমন ভৌত - অবকাঠামো ও যোগাযোগ খাতে প্রকল্প নেওয়ার প্রবণতা, নারী সদস্যদের মতামতের সীমাবদ্ধতা এবং অকার্যকর উপজেলার কমিটিসমূহ অন্যতম। এছাড়া বাহ্যিক পরিবেশগত কিছু সুযোগ ও ঝুকিও আছে যা উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বিবেচনায় নিয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্ষতিকর
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দূর্বল দিক (Weakness)**
	পর্যাপ্ত সম্পদ, দক্ষ জনবল এবং চমৎকার টিমওয়ার্ক বিদ্যমান	উন্নয়ন পরিকল্পনায় মতামত প্রদানে সুযোগের সীমাবদ্ধতা
	জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাদের চমৎকার সমন্বয়	অন্য খাতের তুলনায় ভৌত - অবকাঠামো ও যোগাযোগ খাতে প্রকল্প নেওয়ার প্রবণতা বেশি
	হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের মধ্যে চমৎকার সমন্বয়	উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তে নারী সদস্যদের মতামতের সীমাবদ্ধতা
	জনপ্রতিনিধিদের উপজেলা পরিষদ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি জ্ঞানের স্বল্পতা এবং দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন উদাসীনতা
	জনপ্রতিনিধিদের উপজেলা পরিষদ আইন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা	অকার্যকর উপজেলার কমিটিসমূহ
	উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা মেনে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহিত হয়।	উন্নয়ন বরাদ্দ প্রাপ্তিতে সময়ক্ষেপন
	উন্নয়নবান্ধব সরকারি বিধি ও নীতিমালা বিদ্যমান	চাহিদার তুলনায় বাজেট স্বল্পতা
	কার্যকর টিজিপি ও ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটি	কিছু কিছু দপ্তরের ও জেলা পরিষদের উন্নয়ন কাজের বিষয়ে উপজেলা পরিষদের সাথে সমন্বয়হীনতা
	রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকার আলোকে রাজস্ব ব্যয় করা হয়।	
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকুলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ এবং জনসচেতনতা অতীতের তুলনায় বেড়েছে	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবা গ্রহণে জটিলতা
	উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে জনগণের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন	প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগের সীমাবদ্ধতা
	উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কাজে বিভিন্ন এনজিওকে অন্তর্ভূক্তকরণ	
	সকল দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম এর গতিকে তরান্বিত করা	

বিভিন্ন উৎস থেকে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদের চিত্রায়ন)

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সম্পদের চিত্রায়ন (বিভিন্ন উৎস থেকে উন্নয়ন কার্যক্রম) করে দেখা যায় যে, উপজেলায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের জাতীয় অনেকগুলো প্রকল্প আছে। উপজেলা পরিষদ (ইউজিডিপি এবং ইউআইসিডিপি) এবং ইউনিয়ন পরিষদের (এলজিএসপি-৩) জাতীয় প্রকল্প আছে। এডিপি এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো (এলজিইডি), শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি ও সেচ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, জনস্বাস্থ্য, মহিলা বিষয়ক, যুব উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, বন ও পরিবেশ, পিআইও (দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়) এই সকল বিভাগের প্রকল্প/কর্মসূচি এই মুহূর্তে চলমান আছে।

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা (পৌরসভা/উপজেলার নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ/ বাজেট
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প				
উপেজলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইউআইসিডিপি)	সক্ষমতা বৃদ্ধি	আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ কতৃর্ক অধিকতর প্রশাসনিক সক্ষমতার সাথে উপজেলার উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরিসেবা বাস্তবায়ন	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
উপজেলা গর্ভন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইউজিডিপি)	সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়ন	অতিরিক্ত উন্নয়ন বরাদ্দ এবং বিভিন্নমুখী দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগনকে অধিকতর এবং উন্নত সেবা প্রদানের জন্য উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
এলজিএসপি ৩	যোগাযোগ	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেওয়া ।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প -২ (আইআরআইডিপি -২)	যোগাযোগ	পল্লী এলাকার যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
সার্বজনিন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জিএসআইডিপি)	যোগাযোগ	সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি (জিওবি মেইন্টেন্যান্স)	যোগাযোগ	পল্লী এলাকার পাকা রাস্তা, ব্রিজ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নত।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
গ্রাম সড়ক পুর্নবাসন প্রকল্প (ভিআরআরপি)	যোগাযোগ	গ্রামের সড়ক পুর্নবাসনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা অধিকতর সহজ ও উন্নত করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস (সুপারবি)	যোগাযোগ	গ্রামীণ ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ ও উন্নত করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
বন্যা ও দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত পলøী সড়ক অবকাঠামো পুর্নবাসন প্রকল্প (এফডিআর)	যোগাযোগ	বন্যা ও দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুর্নবাসন বা পুনঃ নির্মাণ/ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
অগ্রাধিকার মূলক পল্লী পানি সরবরাহ প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন প্রকার পানির উৎস স্থাপন (ক) সাব মারসিবল পাম্প যুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	জনস্বাস্থ্য	প্রকল্প এলাকার ৩১২ টি পরিবার নিরাপদ খাবার পানির সুবিধা পাবে।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
(ক) চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পে (২য় পর্যায়) অধীন ওয়াশ ব্লক নির্মাণ (খ) চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয় করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্পের অধীন ওয়াশব্লক নির্মাণ	জনস্বাস্থ্য	বর্ণিত প্রকল্পের আওতাভূক্ত ১২৮ টি স্কুলের প্রায় ২০০০০ শিক্ষার্থী উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা পাবে।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
দেশীয় প্রজাতির মাছ ও শামুক সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প	মৎস্য	দেশীয় প্রজাতির মাছ ও শামুক সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন এর মাধ্যমে মৎস্য চাষ বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	মৎস্য	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উন্নয়ন এর মাধ্যমে মৎস্য চাষ বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	মৎস্য	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এর মাধ্যমে মৎস্য চাষ বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প	মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ মাধ্যমে মৎস্য চাষ বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
সাসটেইনেবল কোস্টাল এবং ম্যারিন ফিশারিজ প্রকল্প	মৎস্য	উপকূলীয় ও সামদ্রিক মৎস্যসম্পদ এর টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং তাদের জীবিকার উৎকর্ষ সাধন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি। জেলেদের এবং মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
ইউটুসি (U2C) প্রজেক্ট	প্রাণিসম্পদ	উপজেলা থেকে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সুফলভোগীদের নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ও তার সমাধান।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (Livestock development project)	প্রাণিসম্পদ	ট্রেনিং এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ সকল ধরণের সহায়তার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধন	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

কমিউনিটি বেসড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি)	স্বাস্থ্য	গ্রাম পর্যায়ে বা প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেওয়া। প্রতি ৬০০০ মানুষের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক থাকবে যেখানে তারা ওয়ান স্টপ সার্ভিস পায় এই উদ্দেশ্য এই প্রকল্প নেওয়া।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
রুটিন এন্ড পিরিওডিক্যাল মেইন্টেন্যন্স এর কাজ	স্বাস্থ্য	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (২য় পর্যায়)	কৃষি	আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল, মসলা বীজ সংরক্ষণ, বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	কৃষি	কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের ডাল, তেল, মসলা বীজ সংরক্ষণ এবং বিতরণ এর মাধ্যমে কৃষি পন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম, পাট উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প	কৃষি	কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের ধান, গম, পাট উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ এর মাধ্যমে কৃষি পন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	কৃষি	পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন এর মাধ্যমে কৃষি পন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
রাজাস্ব খাতের অর্থয়ানে প্রদর্শনী স্থাপন	কৃষি	বিভিন্ন প্রদর্শনী এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
কৃষি আবহাওয়া উন্নতকরণ তথ্য, পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষি	কৃষি আবহাওয়া তথ্য, পদ্ধতি এর মাধ্যমে কৃষিতে উন্নতীকরণ	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
নিড বেসড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল (এনবিআইডিজিপিএস)	শিক্ষা	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ভবন নির্মাণের ফলে পরিবেশের উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে। ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
নিড বেসড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব নিউলি ন্যাশনালাইজড গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল (এনবিআইডিএনএনজিপিএস)	শিক্ষা	নতুন জাতীয়করণ করা হয়েছে এমন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষার পরিবেশের উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
পিইডিপি -০৪ প্রকল্প	শিক্ষা	পিইডিপি -০৪ প্রকল্প মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ সাধন হবে এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সজ্জিতকরণ প্রকল্প	শিক্ষা	শিশুদের আনন্দঘন পরিবেশে উপকরণের মাধ্যমে পাঠদানের জন্য শ্রেণিকক্ষে বর্ণ, বানী, খেলনা ইত্যাদির মাধ্যমে সজ্জিত করণ।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
স্লিপের মাধ্যমে বিদ্যালয় সজ্জিতকরণ প্রকল্প	শিক্ষা	স্লিপের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে শিখন শেখানো কার্যক্রম উন্নয়ন করা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এর আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ	শিক্ষা	নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় কলেজ সমূহের উন্নয়ন	শিক্ষা	তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় কলেজ সমূহের উন্নয়ন ফলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীরা তথ্য ও প্রযুক্তি সাথে পরিচিত হবে।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ	শিক্ষা	নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহে আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে। ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)	শিক্ষা	সেসিপ- নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিতব্য ভবণ সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে শিক্ষার মান উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। ভবনের কাজ চলমান। ভবনটির কাজ সম্পূর্ণ হলে শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা অর্জনে সচেষ্ট হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও বে-সরকারি রাজস্ব	শিক্ষা	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন নির্মাণ এর মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষার কার্যক্রম যথাযত ভাবে পরিচালিত হবে ও শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত প্রকল্প	শিক্ষা	সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মেরামত এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত প্রকল্প	শিক্ষা	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মেরামত এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে শিক্ষার মান	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

		উন্নয়ন করা।		
রাজস্ব প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ	শিক্ষা	আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ১। কলাতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ২। হাসনাবাদ কামুচান উচ্চ বিদ্যালয়, ৩। সিরাজনগর উচ্চ বিদ্যালয়, ৪। চুনকুটিয়া গার্লস উচ্চ বিদ্যালয় সম্পূর্ণ হচ্ছে। ৫। তালেপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ৬। গোয়ালখালী অসম্পর্ণ / চলমান কাজ ১। শুভাঢ্যা উচ্চ বিদ্যালয়, ২। পারজোয়ার ব্রাহ্মনগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়, ৩। জাজিরা উচ্চ বিদ্যালয়, ৪। নতুন বাক্তার চর উচ্চ বিদ্যালয়, ৫। তেঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ৬। আটি ভাওয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, ৭। নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয় জায়গা আছে কাজ শুরু হয় নাই। ১। ইস্পাহানী উচ্চ বিদ্যালয়, ২। বাঘৈর জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় জাগয়া নিয়ে সমস্যা ১। আগানগর উচ্চ বিদ্যালয়।	শিক্ষা	নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	শিক্ষা	নির্বাচিত মাদ্রাসা সমূহের উন্নয়ন এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
রাজাস্ব থাতের অর্থয়ানে বেকার যুবকদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	যুব উন্নয়ন	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
সমবায়ীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	পল্লী উন্নয়ন	সুফলভোগীরা প্রশিক্ষনের সুযোগ গ্রহন করে দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে ।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
আমার বাড়ি আমার খামার	পল্লী উন্নয়ন	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পটি বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র বিমোচনের পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি ৩)	পল্লী উন্নয়ন	"প্রকল্প এলাকায় সফলভাবে লিংক মডেল বাস্তবায়ন এবং সম্প্রসারন ঘটানো"।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
স্থানীয় সুশাসন কর্মসূচী-শরিক (৪র্থ পর্যায়)	পল্লী উন্নয়ন	অধিকতর স্বচ্ছ, গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভূক্তিমূলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের ক্ষমতায়নে অবদান রাখা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
রাজাস্ব থাতের অর্থয়ানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	সমবায়	বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (আইজিএ)	মহিলা বিষয়ক	এলাকার শিক্ষিত বেকার মহিলাদের ব্লক-বাটিক ও বিউটিফিকেশ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারাদেশব্যাপী বনায়ন প্রকল্প (সুফল প্রকল্পের অধীন)	বন ও পরিবেশ	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সারাদেশে সকল উপজেলায় বিনামূল্যে চারা গাছ সরবরাহ। এ প্রকল্পের অধীনে কেরাণীগঞ্জ উপজেলা ২০৫০০ টি চারা গাছ পেয়েছে যা মধ্যে উপজেলার সকল ইউনিয়নে রোপণ করা হবে।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
টিআর (১ম ও ২য় পর্যায়)	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২০০০ জন নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান করছে ।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২২-২৩ সাল
কাবিটা/কাবিখা (১ম ও ২য় পর্যায়)	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	উপজেলার সকল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২৩০০ জন নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান করছে ।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ	২০২২-২৩ সাল

রূপকল্প বিবরণী (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে)

রূপকল্প

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার জনগণের জন্য উন্নত যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও টেকসই স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ।

আদর্শ অবস্থা

১। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন।
২। স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।
৩। শিক্ষার মানোন্নয়ন।
৪।প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সেলাই মেশিন বিতরণ।

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষমাত্রা, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনার (২০২৩-২৪) জন্য ৪ টি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে। এ ৪ টি লক্ষ্যেগুলো হলো যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন। মানবসম্পদ উন্নয়ন যা অনেকগুলো খাতকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যোগাযোগ খাতের বেহাল অবস্থার কারণে বরাবরের মতই যোগাযোগের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

লক্ষ্য - ১ (যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ রাস্তা সলিংকরণ, আরসিসিকরণ, সিসিকরণ, হেরিংবন্ড, এইচবিবি রাস্তা, সংস্কার, পাইলিং ও কার্পেটিং, কালভার্ট, আয়রন ব্রিজ মেরামত ও নির্মাণ, ঘাটলা নির্মাণ, বাজার উন্নয়ন, যাত্রী ছাউনি নির্মান এবং ঈদগাহ ময়দান পাকাকরন এবং বাইন্ডারি ওয়াল নির্মান করবে।

লক্ষ্য - ২ (শিক্ষা) অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের গেট নির্মাণ, শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ করবে।

লক্ষ্য - ৩ (স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য) অর্জনের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও উপকরণ বিতরণ কাজ করবে।

লক্ষ্য - ৪ (মানবসম্পদ উন্নয়ন) অর্জনের জন্য উপজেলা পরিষদ ৬ টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

ক্রঃ	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সমূহ	খাত	বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য সূচকসহ অভীষ্ট
১	স্থানীয় জনগণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন।	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	(১) স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন স্থানের (স্থানীয় বাজার, স্কুল, কলেজ, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা পরিষদ) যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সহজ করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণি রাস্তা সলিংকরণ, আরসিসিকরণ, সিসিকরণ, হেরিং বন, সংস্কার, পাইলিং ও কার্পেটিং, কালভার্ট নির্মাণ, এবং লোহার পুল নির্মাণ/ সংস্কার ঃ ক। রাস্তা সলিংকরণ, সিসিকরণ, হেরিং বন, সংস্কার, পাইলিং ও আরসিসিকরণ (২৫টি) - ৩০০০০ মিটার খ। কালভার্ট /বক্স কালভার্ট নির্মাণ - ১০ টি গ। আয়রন ব্রিজ/ ব্রিজ মেরামত ও নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ -৯ টি (২) ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সহজ করা এবং ভৌট অবকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ১ টি ঘাটলা নির্মাণ (৩) বাজার উন্নয়ন - ১ টি (৪) যাত্রী ছাউনি নির্মান - ১ টি (৫) ঈদগাহ ময়দান পাকাকরন ও বাইন্ডারি ওয়াল নির্মান - ১ টি	১। রাস্তা সলিংকরণ, সিসিকরণ, হেরিং বন, সংস্কার, পাইলিং ও আরসিসিকরণ (৫৭টি) - ১৩৩৮০ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ৩। কালভার্ট /বক্স কালভার্ট নির্মাণ - ১৭ টি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ৪। আয়রন ব্রিজ/ ব্রিজ মেরামত ও নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ - ৮ টি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ৫। ঘাটলা নির্মাণ - ৩ টি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। ৬। বাজার উন্নয়ন - ১ টি কাজ সম্পন্ন হবে। ৭। যাত্রী ছাউনি নির্মান - ১ টি কাজ সম্পন্ন হবে। ৮। ঈদগাহ ময়দান পাকাকরন ও বাইন্ডারি ওয়াল নির্মান - ১ টি কাজ সম্পন্ন হবে। উল্লিখিত কাজগুলো সম্পন্ন হলে ১২ টি ইউনিয়নের ৫ লক্ষ জনগণের যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক সহজ হবে এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন হবে।
২	শিক্ষার সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন এবং উপস্থিতির হার বৃদ্ধি।	শিক্ষা	(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে গেট নির্মাণ - ৮টি (২) শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ - ০৪ টি (৩) অবকাঠামোগত উন্নয়ন - ২ টি (৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ - টি বিদ্যালয়	- উল্লিখিত কাজগুলো সম্পন্ন হলে ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫০০০ ছাত্রছাত্রী সুবিধাভোগ করবে এবং ঝড়ে পড়ার হারও কমে যাবে।

৩	স্থানীয় জনগণের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার নিশ্চিত করা।	স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য	(১) স্থানীয় জনগণের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গভীর নলকূপ স্থাপন - ১৪ টি (২) স্থানীয় জনগণের জন্য ড্রেন নির্মান - ২টি (৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত ও উপকরণ বিতরণ - ৫ টি	- ২৮০০ স্থানীয় মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানি পান করার সুযোগ পাবে। - ড্রেনের মাধ্যমে পানি নিষ্কাসন হলে ১০০০০ স্থানীয় জনগণ সুবিধা ভোগ করবে। - কাজটি সম্পন্ন হলে রোগীর সংখ্যা মাসে ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ মাসে ২০ হাজার রোগী সেবা পাবে।
৪	বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৬ টি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।	উক্ত ৬ টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে ৫৫০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহযোগিতা করবে

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (২০২৩-২৪)

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য উপজেলা পরিষদ এডিপির **১ম** কিস্তির বরাদ্দ **১৭** লক্ষ **৮৯** হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছে। **১ম** কিস্তির ন্যায় মোট ০৪টি কিস্তির এডিপির বরাদ্দ হবে ৮৫ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে যোগাযোগা ও ভৌত অবকাঠামোতে **১২**টি ইউনিয়ন হতে প্রকল্প নেয়া হবে এবং অগ্রাধীকার ভিত্তিতে উক্ত প্রকল্প গুলো ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের মধ্যে কাজ সম্পূর্ন করা হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন (২০২৩-২০২৪ অর্থবছর) পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (Monitoring) করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রধান ভূমিকা পালন করবে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করবে।

প্রকল্পের প্রতিটি বাস্তবায়নকারি সংস্থা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটির নিকট ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন সন্নিবেশিত করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়ে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটিকে টিজিপি সহযোগিতা করবে। উক্ত প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের নিয়মিত সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে) পর্যালোচনার জন্য পেশ করতে হবে।

উপজেলা পরিষদের সভায় উপজেলা পরিষদ প্রকল্প/স্কিম পর্যালোচনা করবে। অভিষ্ট সুচক ও প্রত্যাশিত সময়সীমার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পরিষদ পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্প বাতিল করা অন্য প্রকল্পে সম্পদ স্থানান্তর করার (নতুন জরুরী প্রয়োজন, চাহিদা বা অগ্রাধিকার) সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় কাঠামো ও পর্যালোচনা চক্র

মাস	বছর (এন)	বছর (এন + ১)
মে	বার্ষিক বাজেট অনুমোদন	
জুন	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন	
জুলাই	বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	
আগষ্ট		পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও সংশোধিত পরিকল্পনা থেকে উন্নয়ন চাহিদা ও অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা।
সেপ্টেম্বর		
অক্টোবর	১ম ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা	
নভেম্বর		
ডিসেম্বর		
জানুয়ারি	২য় ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা	
ফেব্রুয়ারি		
মার্চ		বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রকল্প তালিকা প্রস্তুত করা ও উপজেলা পরিষদে প্রকল্প পেশ
এপ্রিল	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা	নতুন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যয় প্রক্কলন
মে		বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন
জুন		
জুলাই		বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন বাজেটের সাথে সম্পর্কিত, কারণ বাজেটের মাধ্যমে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। প্রতি বছরের মে মাসের মধ্যে উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালাচনা ও সংশোধন সম্পাদন করবে। প্রয়োজন অনুসারে উক্ত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বার্ষিক উপন্নয় পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। উক্ত সংশোধনী উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

-সমাপ্ত-